ক্যাকটাসের দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট

রঙবেরঙ ডেস্ক

আচ্ছা, একটি ক্যাকটাস কতটুকু লম্বা হতে পারে? যদি শোনেন, কোনো ক্যাকটাসের দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট কিংবা তারও বেশি, তাহলে নিশ্চয় অবাক হবেন। সাওয়ারো ক্যাকটাসের বেলায় কথাটি পুরোপুরি সত্য।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া, অ্যারিজোনা ও মেক্সিকোর কিছু এলাকায় ছড়িয়ে থাকা সনোরান মরুভূমিতে পাবেন এই ক্যাকটাস। দক্ষিণ অ্যারিজোনা এবং মেক্সিকোর পশ্চিম সনোরান এলাকায় এই ক্যাকটাসদের আধিক্য চোখে পড়ে। তবে দক্ষিণ-পূর্ব ক্যালিফোর্নিয়ায়ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কিছু ক্যাকটাস।

মরুভূমির শুকনো আবহাওয়ায় চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে এরা। নামে ক্যাকটাস হলেও অনেকটা বড় বৃক্ষের মতো উঠে গেছে এর শরীর, সাধারণত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর শাখা বা বাহুর বিস্তার ঘটে। ওপরের দিকে বাঁকা হয়ে উঠে যাওয়া এ ধরনের বাহুর সংখ্যা অর্ধশতাধিক হতে পারে। অবশ্য কোনো কোনো ক্যাকটাসের শাখা থাকে না।

অন্য ক্যাকটাসের মতো সাওয়ারো কাঁটাময়। বসন্তের শেষে শোভা পায় সাদা ফুল, গ্রীষ্মে ধরে লাল ফল। এদের বেড়ে ওঠা ও টিকে থাকার সবচেয়ে বড় নিয়ামক পানি ও তাপমাত্রা। গাছটি যদি বেশি উঁচু এলাকায় থাকে, তবে শীতল আবহাওয়া এবং তুষারে মারা পড়ার আশঙ্কা থাকে। যদিও সনোরান মরুভূমিতে শীত ও গ্রীষ্ম - দুই ঋতুতেই বৃষ্টি হয়। ধারণা করা হয়, সাওয়ারো বেশির ভাগ আর্দ্রতা সংগ্রহ করে গ্রীষ্মের বৃষ্টি থেকে।

সাওয়ারো'র বৈজ্ঞানিক নাম কার্নেগিয়া জাইগেন্টিয়া। শিল্পপতি ও সমাজসেবী অ্যান্ড্রু কার্নেগিয়ার নামে এই নামকরণ। ১৯০৩ সালে অ্যারিজোনার ট্যুসনে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ডেজার্ট বোটানিক্যাল ল্যাবরেটরি। এখন অবশ্য ইউনিভার্সিটি অব অ্যারিজোনার কলেজ অব সায়েন্সের অধীনে 'টুমামক: পিপল অ্যান্ড হ্যাবিটেটস' নামে পরিচালিত হয় এটি।

খরা ও রুক্ষ আবহাওয়ায় টিকে থাকার জন্য সাওয়ারো'র বড় অস্ত্র তার পানি সঞ্চয়ের ক্ষমতা। বৃষ্টির সময় কয়েক শ গ্যালন পর্যন্ত পানি জমিয়ে রাখতে পারে এ ধরনের একেকটি উদ্ভিদ।

যত বেশি পানি জমা হয়, সাওয়ারো'র বাকল আরও সঞ্চয়ের জন্য জায়গা তৈরি করতে প্রসারিত হতে শুরু করে। তাই এই ক্যাকটাসগুলো খুব ভারী হতে পারে। এমনকি এক টন ওজনের সাওয়ারো ক্যাকটাস আছে।

এ ধরনের ক্যাকটাস মরুভূমির বিভিন্ন বন্য প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে। গিলা কাঠঠোকরা সাধারণত প্রথম প্রাণী হিসেবে সাওয়ারোতে বাসার জন্য গর্ত তৈরি করে। গর্তের চারপাশটা শুকিয়ে একটি শক্ত আবরণে রূপ নেওয়ার জন্য তারা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে। এই পাখিগুলো তাদের বাচ্চাদের বড় করার পরে গর্তগুলো প্যাঁচাসহ আরও নানা জাতের পাখির আশ্রয় হিসেবে কাজ করে।

সাওয়ারো ক্যাকটাস সাধারণত ৪০-৫০ ফুট উচ্চতার হয়। এমনকি ৭০ ফুটের বেশি উচ্চতার ক্যাকটাসের কথাও শোনা যায়। তবে এরা কিন্তু খুব ধীরে ধীরে বাড়ে। প্রথম ১০ বছরে এদের উচ্চতা থাকে মোটে দেড় ইঞ্চি। এমনকি প্রথম বাহু তৈরি হতে ৫০ থেকে ৭০ বছর পর্যন্ত লাগে কখনো কখনো। সাধারণত এসব ক্যাকটাস ১৫০-২০০ বছর বাঁচে। যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া সবচেয়ে বড় ক্যাকটাস এরা।

সাওয়ারো'র বেশির ভাগ শিকড় মাত্র চার-ছয় ইঞ্চি গভীরে যায়। তবে একটি গভীর শিকড় রয়েছে, যেটি

মাটির দুই ফুটের বেশি গভীরে চলে যায়।

সাওয়ারো মারা যাওয়ার পর এটি ঘরের ছাদ, বেড়া ও আসবাব তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। পাখিরা বাসা বাঁধে এমন গর্ত বা 'সাওয়ারো বুট' মৃত সাওয়ারো গাছের মধ্যে পাওয়া যায়। আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানরা এগুলোকে পানির পাত্র হিসেবে ব্যবহার করতো।

পাঠক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা মেক্সিকো ভ্রমণে গেলে এমন একটি আশ্চর্য গাছ দেখার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না আশা করি।

নদীটিতে পানির বদলে আছে পাথর

নদীতে পানি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। পাহাড়ি নদীতে জলের মাঝখানে ছোট-বড় নানা আকারের পাথরও দেখা যায়। তবে গোটা নদীতেই যদি বিশাল সব পাথর থাকে কিংবা আরও পরিষ্কারভাবে বললে গোটা নদীটিই যদি পাথরের হয় তখন? এমন পাথরের নদী সত্যি আছে। ছয় কিলোমিটার লম্বা পাথরের এই নদীর দেখা পেতে হলে আপনাকে যেতে হবে রাশিয়ার সাউদার্ন উরালের চেলিয়াবিনস্ক ওবলাস্ত এলাকায়।

কিন্তু ঘটনা হলো, এই এত পাথর কোথা থেকে এলো কিংবা পাথরের এই নদীর জন্ম হলো কীভাবে? আজব এই নদীর জন্ম দিয়ে নানা ধরনের কিংবদন্তি ও গল্পগাথা ডালপালা মেললেও প্রায় ১০ হাজার বছর আগে পর্বত থেকে পাথর নেমে আসাই এর কারণ বলে ধারণা করেন বিজ্ঞানীরা। ওই সময় তাগানায় পর্বতমালার ওপর জমা হওয়া হিমবাহের উচ্চতা গিয়ে ঠেকে ৪ হাজার ৮০০ মিটারে। বরফের প্রচণ্ড চাপে পর্বতের ওপরের অংশ ভেঙে গিয়ে লাখ লাখ বিশাল আকারের পাথরের টুকরায় পরিণত হয়।

বরফ গলে গেলে পাথরগুলো ধীরে ধীরে পর্বতের শরীর বেয়ে নেমে এসে তৈরি করে বিশাল পাথরের নদীর। স্বাভাবিকভাবেই বিশাল সব পাথরের উপস্থিতির কারণে এর নামই হয়ে গেছে বিগ স্টোন রিভার। এই নদী প্রবাহিত না হলেও দেখতে পাথরের একটি নদীর মতো মনে হওয়ায় এমন নাম পায়। সত্যি কথা হলো, হাজার হাজার বছর ধরে স্থির অবস্থায় আছে এখানকার পাথরগুলো।

পাথরের নদীতে আছে কোয়ার্টজাইটের বিশাল সব ব্লক ও অ্যাভেনটুরিন। কোয়ার্টজ সমৃদ্ধ শক্ত পাথর হলো কোয়ার্টজাইট। আর সিলিকা কিংবা লৌহ সমৃদ্ধ কোয়ার্টজ হলো অ্যাভেনটুরিন। এখানকার কোনো কোনো পাথরের ওজন ৯-১০ টন।

মজার ঘটনা, পাথরগুলো হাজার বছর ধরে স্থির থাকলেও নদীর একেবারে কাছে চলে গেলে পানি বয়ে চলার মৃদু শব্দ শুনে চমকে উঠবেন। ঘটনা হলো, পাথরের নিচ দিয়ে ছোট ছোট নালা বয়ে গেছে। এসব নালার জলের এই শব্দই শোনা যায়।

পৃথিবীতে বিগ স্টোন রিভারই একমাত্র পাথরের নদী নয়। উরাল পর্বতমালায় এ ধরনের আরও নদী আছে। রাশিয়ার বাইরে বুলগেরিয়ার ভিতোশা পর্বতে এমন কয়েকটি পাথরের নদীর দেখা মেলে। এর মধ্যে ভ্লাদায়স্কা নদীর উজানের দিকে সাবালপাইন মালভূমিতে অবস্থিত একটি নদীর দৈর্ঘ্য দুই কিলোমিটারের মতো। এদিকে ভিতোশক বিসট্রিটসা নদীর উপত্যকায় অবস্থিত অপর একটি পাথরের নদীর কোনো কোনো অংশ প্রায় ৩০০ মিটার চওড়া।

তবে এ ধরনের কোনো পাথরের নদীরই তুলনা চলে না সাউদার্ন উরাল এলাকার বিগ স্টোন রিভারের সঙ্গে। ছয় কিলোমিটার লম্বা এই পাথরের নদীটি গড়ে ২০০ মিটার চওড়া হলেও এর কোনো কোনো অংশ ৭০০ মিটার চওড়া। এই নদীটির আরেকটি মজার বিষয় আছে, চলার পথে সত্যিকারের নদীর মতো ঘন এক পাইনের জঙ্গল কেটে চলে গেছে এটি। পাথরের নদীটি গড়ে ৪ থেকে ৬ মিটার গভীর। এ কারণে নদীতে ছত্রাক ছাড়া আর কোনো উদ্ভিদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।

তাগানায় ন্যাশনাল পার্ক এলাকার সবচেয়ে দর্শনীয় বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হয় বিগ স্টোন রিভারকে। শুধু তাই নয়, গোটা রাশিয়ার জনপ্রিয় পর্যটন দ্রষ্টব্যগুলোর একটি এটি। তবে সুযোগ পেলে প্রকৃতির এই অনন্য বিস্ময়টি দেখার সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। তবে এখানে জানিয়ে রাখা ভালো, আশপাশের কোনো পাহাড়ের ওপর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলেই বিগ স্টোন রিভার বা পাথরের নদীটি আপন সৌন্দর্য নিয়ে ধরা দেবে আপনার চোখে।